1984

একটি সৎ উপদেশ

প্রকাশনায় ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহ্‌মদীয়া

প্রকাশক :

নজির আহমদ ভূঁইয়া
সেক্রেটারী, প্রকাশনা ও প্রণয়ণ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

অনুবাদক :

মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরুব্বী, ঢাকা।

১ম সংস্করণ ৫০০০
৫ই আগষ্ট, ১৯৮৪ইং

মুদ্রাকর :

আলহাজ্ব মোঃ আবদুস সালাম
আহমদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাধীন সুচিন্তিত উপায়ে পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক কর্তৃক গঠিত ইসলামিক আইডিওলজী কাউন্সিল বিগত জানুয়ারী মাসে সরকারের নিকট আহ্‌মদীদের ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার নস্যাৎকারী কতকগুলি সুপারিশ পেশ করেন—যেগুলিকে ভিত্তি করিয়া সে দেশের গোড়া ও উগ্রপন্থী রাজনৈতিক উলমা নাটকীয়ভাবে প্রায় দুই মাস যাবৎ আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে চরম মিথ্যা অপবাদ ও অশ্লীল গালি-গালাজপূর্ণ প্রপাগাণ্ডা ও জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে আহ্‌মদীদের কয়েকটি মসজিদ পোড়াইয়া বা বিধ্বস্ত করিয়া এবং একজন আহ্‌মদীকে ছুরিকাঘাতে শহীদ করিয়া সরকারকে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে আহমদীদের বিরুদ্ধে সকল সুপারিশ ও দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য চরমপত্র দেয়।

জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে ঐ সকল সুপারিশ বা দাবীকে স্বয়ং পাকিস্তানের সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন এবং পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সর্বস্বীকৃত বুজুর্গানে-উম্মতের

ফয়সালা ও অভিমতের কষ্টি-পাথরে প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিয়া "এক হরফে নাসেহানা" ('একটি আন্তরিক সদুপদেশ') শিরোনামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় যাহা সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী সুধীবৃন্দের নিকট পৌছানো হয়। এই জোরালো, সাবলীল ও অনবদ্য পুস্তিকাটিতে পেশকৃত সুস্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সমূহকে উপেক্ষা করিয়া বিগত ২৬শে এপ্রিল পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট মানবতা-বিরোধী ও ইসলামের জন্য চরম কলঙ্কজনক অর্ডিনেন্স জারী করিয়া আহ্‌মদীদিগকে নিজেদের মুসলমান বলার, তাহাদের মসজিদকে মসজিদ বলার, নামাজের পূর্বে আজান দেওয়ার এবং তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস (ইসলাম) প্রচার করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর ফলে পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়া জামাত ধর্ম পালনে সরকারের পক্ষ হইতে কঠোর নির্যাতনের শিকার হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য পেশ করা হইল।

নিবেদক—

মকবুল আহমদ খান

সেক্রেটারী ওমুরে আমা,

তাং ৫/৮/৮৪ইং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

পাকিস্তানে এক শ্রেণীর আলেমদের দাবী

বিগত কিছুকাল যাবৎ পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকায় কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর আলেমদের পক্ষ হইতে এই আওয়াজ উত্থাপন করা হইতেছে যে, পাকিস্তানে আহ্‌মদীদিগকে যেহেতু একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে 'অমুসলিম' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে সেজন্য তাহাদিগকে 'ইসলামী শায়া'য়ের ও পরিভাষাসমূহ'—যেমন নবী, রসুল, সাহাবী, উম্মুল মুমেনীন, আহ্‌লে বাইত, আলাইহিস-সালাম, রাজিয়াল্লাহু আনহু, মসজিদ, আজান ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা দান করা হউক, কেননা ইহাতে মুসলমানদের ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগে।

পর্যালোচনা

একটু ভাসাভাসা দৃষ্টিপাতেই ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, উক্ত দাবী ইসলামের সার্বজনীন, শাশ্বত, মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী নীতি ও শিক্ষামালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ ইসলাম ইনসানিয়াতের মর্যাদা এবং বিবেকের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী। তারপর বিশ্বে সাধারণভাবে প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থাসমূহ এবং আইন-গঠনের সর্বস্বীকৃত দিকনির্দেশক নীতিমালার প্রতিই দৃষ্টিপাত করুন। সেগুলির নিরিখেও উল্লিখিত দাবী গ্রহণের অযোগ্য এবং উহাদের মানদণ্ডেও বাতিল ও উপেক্ষণীয় বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

১৯৭৩ সালের পাকিস্তানী সংবিধানে সম্পাদিত ২নং সংশোধণী—যাহাকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে—উহা একটি 'সংজ্ঞা' (Definition) মাত্র। এই সংজ্ঞা অনুসারে আহ্‌মদীদিগকে সংবিধান ও আইনের উদ্দেশ্যে ("for the purposes of Contitution and Law") মুসলমান বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। অন্য কথায়, উক্ত সংশোধিত সংবিধানেও ধর্মগত ভাবে আহমদীদের মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতি কায়েম রহিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই আইনগত বা সাংবিধানিক সংশোধনীটির অধিকতর ব্যাপকতা নাই। সুতরাং সংবিধানের এই সংশোধনী আহ্‌মদীদের অপরাপর অধিকার এবং ধর্মীয় নিরাপত্তামূলক অধিকারকে কোন রূপেও নস্যাৎ, খর্ব বা সীমিত করিতে পারে না।

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম। কুরআন করীম খোদাতায়ালার কালাম এবং ইহাতে দেওয়া শিক্ষামালা কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল ও কল্যাণ এবং রুহানী উন্নতির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত। ইসলাম বিবেক, চিন্তা ও চৈতন্যের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় পরমতসহিষ্ণুতার এত জোরদার আহ্বায়ক যে ইহার নজির অন্যান্য ধর্মে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য দাবী ইসলামের নামে পেশ করাটা সুনিশ্চিৎভাবে ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যখন আমরা আলোচ্য দাবীটির প্রতি আরো কিছুটা বিস্তারিতভাবে দৃষ্টিপাত করি, তখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয়, যেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া আমরা কোন যুক্তি-যুক্ত ও ন্যায়-সঙ্গত

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিনা। যেমন, কয়েকটি প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে :—

(ক) যদি পাকিস্তানের বর্তমান গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সমষ্টির দৃষ্টিতে আহ্‌মদীগণ অমুসলিম হইয়া থাকে তাহা হইলে আহ্‌মদীরা কোন্ ধর্মের অনুসারী এবং তাহাদের সেই ধর্মটা কি ?

(খ) আহ্‌মদীদের ধর্মও কি এই গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠরা সাব্যস্ত ও নিরূপন করিবে অথবা আহ্‌মদীরা নিজেরা তাহাদের ধর্ম নিরূপন ও নির্দিষ্ট করার অধিকার রাখে ?

(গ) যদি আহ্‌মদীদের ধর্ম নিরূপন বা সাব্যস্ত করা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকারভূক্ত বিষয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আহ্‌মদীরা কি সেই সাব্যস্তকৃত ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করার অধিকার রাখে না এবং সেই আকিদার উপর ঈমান রাখার অধিকার কি তাহাদের নাই যে আকীদা ও ধর্ম বিশ্বাসে তাহারা সর্বান্তঃকরণে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে ?

ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই প্রশ্নগুলির উপর চিন্তা-ভাবনা করিয়া ইহা ছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেনা যে, আহ্‌মদীদের আকীদা ও ধর্মের কোন নামকরণের অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের যদিও বা ছিল, তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠদের এই অধিকার নাই যে প্রথমে তাহারা আহ্‌মদীদের ধর্ম-বিশ্বাসের নাম তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কিছু রাখে, তারপর আবার তাহাদের ধর্মও নিজেরা রচনা করিয়া দেয় এবং কোন কিতাবকে মানার এবং কোন কিতাবকে না

মানার আদেশও দেয়। সুতরাং যখন একমাত্র আহ্‌মদীগণই নিজেদের ধর্মের বিবরণ ও রূপ-রেখা বিবৃত করার সঙ্গত অধিকারী, তখন ফয়সালা বা নিষ্পত্তি সাপেক্ষ বিষয় থাকিয়া যায় শুধু এটুকুই যে, স্বয়ং আহ্‌মদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাহাদের আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস কি এবং কোন্ কথা ও বিষয়গুলির উপর আমল করা তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কি কি কথা বা বিষয় হইতে বিরত থাকার আদেশ আছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। ইহা সুস্পষ্ট যে, আহ্‌মদীয়া ধর্ম-বিশ্বাস আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে শুনুন আহ্‌মদীয়া সেলসেলার প্রবর্তকের ভাষায় আহ্‌মদীদের ধর্ম কি।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে (প্রকাশকাল ১৯০৮ইং) বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং 'খাতামুল আম্বিয়া' (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়কে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতো-ভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ

থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?" (আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন :

"আমরা মুসলমান, 'ওয়াহেদ লাশরীক'—এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কলেমায় বিশ্বাসী এবং খোদাতায়ালার কিতাব কুরআন করীম এবং তাঁহার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'খাতামান-নবীঈন' বলিয়া মানি এবং ফিরেশতা, ইয়াওমুলবা'স, দোযখ ও বেহেস্তের উপর ঈমান রাখি ; নামায পড়ি, রোযা রাখি ; আমরা আহ্‌লে-কিবলা এবং খোদা ও রসুল (সাঃ) যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন তাহাই হারাম বলিয়া জানি এবং যাহা কিছু হালাল করিয়াছেন তাহা হালাল বলিয়া নির্ধারণ করি। আমরা শরীয়তের কোনকিছু বাড়াইও না এবং কোনকিছু কমও করি না—এক কণা পরিমাণও কম-বেশী করিনা। বরং যাহাকিছু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে—যদিও উহা বুঝিতে পারি অথবা উহার অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝিয়া উঠিতে না পারি এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব উদঘাটনে অক্ষম হই—তথাপি উহা মানি ও পালন করি। আমরা খোদা-তায়ালার ফজলে খাঁটি তৌহীদে বিশ্বাসী, মুমেন মুসলমান।"

(নূরুল হক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫)

ইহাই হইল আহ্‌মদীয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার নিজ ভাষায় বর্ণিত আহ্‌মদীদের ধর্ম বিশ্বাস। এই আহ্‌মদীয়া ধর্ম-বিশ্বাসের নাম গয়র-আহ্‌মদী সংখ্যাগরিষ্ঠগণ যাহা ইচ্ছা রাখুক, কিন্তু আহ্‌মদীয়া ধর্ম-বিশ্বাসকে পরিবর্তন করার তাহাদের কোন অধিকার নাই।

দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্নটি হইল এই যে, আহ্‌মদীগণ যে ধর্ম-বিশ্বাসকে খাঁটি ইসলাম জ্ঞান করিয়া পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ ও আমল করিয়া চলিয়া আসিতেছে উহা যদি অপরাপরের দৃষ্টিতে ইসলাম না হইয়া থাকে, বরং অন্য কোন ধর্ম হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই ইহার নাম রাখিতে পারেন, কিন্তু এই ধর্মের অনুসারীদিগকে উহা মানিয়া চলায় বাধা দেওয়ার কোন অধিকার জগতে কাহারও নাই।

ইহাই সেই বিষয়, যাহা সম্মুখে রাখিয়া পাকিস্তানের সংবিধানে ২০নং আর্টিক্যালটি অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। উক্ত আর্টিক্যাল অনুযায়ী প্রতিটি পাকিস্তানী নাগরিকের এই অধিকার আছে যে, সে যে আকীদা এবং ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে উহা সে প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত করিতে পারে, পালন করিতে পারে এবং প্রচার করিতে পারে।

যদি যুক্তিগত ও ধর্মীয় শাস্ত্রগত আবেদন সমূহ উপেক্ষাও করা হয় তথাপি বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় এই সুস্পষ্ট সাংবিধানিক জামানতের পরে আলেমদের উল্লিখিত দাবী সাংবিধানিক পার্যায়েও আদৌ বিবেচনার যোগ্য নহে।

মনঃকষ্ট ঃ

ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে ব্যক্তি বা সমষ্টির মনঃকষ্ট তথা ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগার ব্যাপার এরূপ একটি বিষয়, যাহার সবদিক গোড়ামী ও পক্ষপাত মুক্ত হইয়া বিবেচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। একটি দেশে বিভিন্ন মতাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ-কারী মানুষ বসবাস করে। তাহাদের মনে কোন্ বিষয়ে আঘাত লাগিতে পারে এবং কোন্‌টিতে নয়, সেগুলি সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক। মনঃকষ্ট প্রকাশের পথও নির্ধারণ করা দরকার।

এই দৃষ্টি-কোণ হইতে যখন আমরা বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মনঃকষ্টের যে কোন সংজ্ঞাই নির্ধারণ করি না কেন, পৃথক পৃথক আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাস মানিয়া চলার কারণে কাহারও ভাবানুভূতিতে আঘাত হানা হয় বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় না। পাকিস্তানে কায়েদে-আজমের প্রশাসনিক নীতি বাক্য এবং প্রচ-লিত আইন-কানুন সমূহ নিশ্চয়তা দেয় যে, শুধু আকীদার পার্থক্য ও পরস্পর বিরোধী আকীদা মানিয়া চলা পরস্পরের ভাবানুভূতি আহত হওয়ার কারণ হইতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রতিটি নাগরিক—তাহার সম্পর্ক সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিতই হউক অথবা সংখ্যালঘুর সহিতই হউক, সমান সমান অধিকার রাখে। পাকিস্তানী হিন্দু, খ্রীষ্টান ও পার্সিদের আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ইসলামের সুস্পষ্ট মৌলিক শিক্ষামালার পরিপন্থী। কিন্তু উল্লিখিত ধর্ম-বিশ্বাসসমূহ তাহাদের খোলাখুলিভাবে মানিয়া চলার পূর্ণ অধিকার ও অনুমতি রহিয়াছে। এইরূপ অধিকার ও

অনুমতি কোন মুসলমানের ভাবানুভূতিতে আঘাত দিতে পারে না। তেমনিভাবে যখন মুসলমানেরা নিজেদের ধর্ম-কর্ম্ম পালন করে ও প্রচার করে, তখন একজন হিন্দু, খ্রীষ্টান অথবা পার্সির পক্ষে উত্তেজিত হওয়ার পরিবর্তে, সংযম ও পরমত-সহিষ্ণুতা বজায় রাখা একটি আইনগত ও নীতিগত কর্তব্য। তবে কেন একমাত্র পাকিস্তানে, শুধু এক আহমদীর জন্যই তাহার নিজের আকীদা মানিয়া চলার ও পালন করার অধিকার ও অনুমতি থাকিবে না ?!

তর্কের খাতিরে যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, আহমদীদের নিজেদের আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস মানিয়া চলার ও পালন করার অনুমতি এই জন্যই থাকিবে না যে. ইহাতে গয়র-আহমদী সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনে ব্যাথা লাগে, তাহা হইলে মনঃ-কষ্টের এহেন সমস্যার এক হাস্যাস্পদ বরং বেদনাদায়ক চিত্র ভাসিয়া উঠিবে এবং স্বীকার করিতে হইবে যে :—

প্রথম :—কুরআন করীমের বর্ণনা অনুযায়ী খৃষ্টানদের তৃত্ববাদের আকীদা হইল সেই আকীদা যাহার দরুণ পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বত-মালা ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রম ঘটে—উহা তো কোন মুসল-মানের মনঃকষ্টের কারণ হইল না। তেমনি ক্রুশের ইবাদতও তাহাদের হৃদয়ে খোঁচা দিলনা। অবশ্য, মনঃকষ্টের কারণ যদি কোন কিছুতে থাকে, তাহা শুধু এটাই যে, অমুসলিম বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্বেও আহমদীরা কেন এযাবৎ আল্লাহতায়ালাকে 'ওয়াহেদ লা-শরীক' বলিয়া মানে এবং সেই এক ও অদ্বিতীয়

খোদার ইবাদত করাকে নিজেদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে ?!

দ্বিতীয়ঃ—তারপর, মুসলমান ব্যতীত অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহাদের স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের মহান প্রভু ও নেতা, সত্যবাদীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর রেসালতের দাবীকে (নায়ুযুবিল্লাহ) মিথ্যা মনে করে, ইহাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের তো মনঃকষ্ট হয় না। কিন্তু আহমদীরা যে নিজেদের আকা ও মৌলা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সকল সৃষ্টির সেরা ও অধিনায়ক বলিয়া জ্ঞান করে, বিশ্বজগতের সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া মানে এবং সকল নবী অপেক্ষা তাঁহাকেই আফ্‌জাল ও শ্রেষ্ঠতম রসুল বলিয়া স্বীকার করে এবং এই কথাতেই বিশ্বাস রাখে যে, এখন একমাত্র হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অঞ্চলের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া তাঁহারই আনুগত্য ও অনুবর্তিতায় খোদাতায়ালার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করা যায় এবং আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে লেশমাত্র দূরে সরিয়া খোদাতায়ালার নৈকট্যের এক কণা পরিমাণ কল্যাণও লাভ করা যায় না, —এ সব কিছুই মুসলমানগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিতে তীব্র মনঃকষ্টের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় !

এখানে এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ইহাও দাঁড়ায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং

'ওয়াজেবুল-ইতায়াত' মানিলে যদি মনঃকষ্ট না হয়, তাহা হইলে ওয়াজেবুল ইতায়াত মানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার ইত্তেবা ও অনুবর্তিতা করিলে কিরূপে মনঃকষ্ট ঘটিতে পারে ? 'ফা'তাবেরু ইয়া উলিল-আবসার"—হে সুবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান সুধীবৃন্দ ! একটু তো চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখুন !

তৃতীয় :—তারপর কুরআন করীমের বিষয়টি ধরুন। এমন লোকও এদেশে বাস করে যাহারা কুরআন করীমকে আল্লাহ্-তায়ালার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করে না বরং ইহাকে (নায়ুযু-বিল্লাহ) স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মনগড়া কালাম বলিয়া বিশ্বাস করে। এরূপ লোকদের আকায়েদ এবং কুরআন করীম সম্পর্কে তাহাদের অবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনঃকষ্টের ও ভাবানুভূতি আহত হওয়ার কারণ হয় না। অপরদিকে, আহ্‌মদীরা কুরআন করীমের প্রতিটি শব্দ হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ওহী যোগে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে ; ত্রিশ পারা কুরআন আদ্যোপান্ত খোদাতায়া-লারই কালাম বলিয়া মানে এবং সর্বপ্রকার বরকত ও কল্যাণ এক-মাত্র কুরআন করীমের মাধ্যমেই লাভ করা যায় বলিয়া মনে করে। কুরআনের শিক্ষা প্রত্যেক যুগের জন্য পূর্ণ ও পরিণত এবং একমাত্র কুরআন করীমই মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল বিষয়ে নাজাত ও সাফল্য লাভের কারণ বলিয়া আহ্‌মদীরা সুনি-শ্চিত বিশ্বাস রাখে। আহ্‌মদীগণের এই আকীদা-পোষণ মুসল-

মান সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনঃকষ্ট এবং তাহাদের ভাবানুভূতিতে অসহণীয় আঘাত হানার কারণ হইয়া যায়। আহ্‌মদীদের এই ঈমান ও আকীদা যদি কোন সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানের দৃষ্টিতেও আদৌ কোন মনঃকষ্টের কারণ বলিয়া আখ্যায়িত হইতে না পারে, তাহা হইলে এই আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ ও আমল করাতে কিরূপে তাহাদের ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগিতে পারে ?! সুতরাং এখানেও এই প্রাসংগিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হইবে যে কুরআন করীমকে বরহক্ক্ এবং অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্বীকার করাটা যদি মনঃকষ্টের কারণ না হয়, তাহা হইলে ইহাকে বরহক্ক জ্ঞান করিয়া কার্যতঃ ইহা পালন ও অনুশীলন করায় কিরূপেই বা মনঃকষ্ট ঘটাইবার কারণ হইতে পারে ? জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদল-ইনসাফ এবং ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এইরূপ কথা কখনও গৃহীত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথমে জ্ঞান-বুদ্ধিকে পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়া না হয়। আর যদি গৃহীতই হয়, তাহা হইলে ইহার ফলশ্রুতিতে আবার এই হাস্যস্পদ অবস্থাটিরও সৃষ্টি হইবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিতে যাহারা মুসলমান, তাহারা যদি কুরআন করীমকে সাচ্চা ও অবশ্যমান্য ও পালনীয় বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও ইহা মানিয়া ও পালন করিয়া নাও চলে, তাহাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের আদৌ কোন মনঃকষ্টের কারণ ঘটিবে না, কিন্তু যদি কোন সংখ্যালঘু—যাহাদিগকে তাহারা অমুসলিম বলিয়া মনে করে—কুরআন করীমকে অবশ্য মান্য ও পালনীয় জ্ঞান করিয়া ইহার আহকাম কঠোরভাবে

মনিয়া ও পালন করিয়া চলে, তবে ইহাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ-দের ভাবানুভূতিতে ভীষণভাবে আঘাত লাগে। অন্য কথায়, এই উত্তেজিত জনসমষ্টি তরবারির ভাষায় ঘোষণা করিবে যে, "যখন সাংবিধানিক উপায়ে তোমাদিগকে অমুসলিম বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে, তখন আবার কুরআন করীম ও সুন্নতে-রসুল (সাঃ)-কে সত্য জ্ঞান করিয়া সেগুলির ইতায়াত ও পালন করার হক্ তোমাদের কিরূপেই বা থাকিতে পারে ?! তোমাদের এই ঔদ্ধত্য কোনক্রমেই সহ্য করা যাইতে পারে না।"

ইসলাম ও মনঃকষ্ট ঃ

মনঃকষ্ট বা মনে আঘাত দেওয়া সম্পর্কিত এই ওজর-আপত্তি যেহেতু ইসলামের নামে উত্থাপন করা হইতেছে, অতএব আসুন মনঃকষ্ট সম্বন্ধে সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষামালার একটু খোঁজ লইয়া দেখি, এই মনঃকষ্ট বলিতে কি বুঝায় ? ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি ? কুরআন করীম এবং সুন্নত ইহার উপর কি আলোকপাত করিতেছে এবং মনঃকষ্টের কি সীমারেখা নির্ধারণ করা হইয়াছে ? ঐ ব্যাপারে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার দ্বারা যে সত্যটি প্রথম সম্মুখে আসে, তাহা হইল এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে, অপরাপর ধর্মের 'আকায়েদ' (মূল বিশ্বাস) এবং 'আ'মলে সালেহা' বা পূণ্যকর্মে পরস্পরের শরীক হওয়া নিন্দনীয় ও মনঃকষ্টের কারণ না হইয়া বরং একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং কুরআন করীম আহ্‌লে-কিতাবকে সম্বোধনপূর্বক নেক আমলে পরস্পর মিলন ও অংশগ্রহণের নিম্নরূপ সাধারণ দাওয়াত ও উদার আহ্বান জানায় :—

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا
و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ
بعضنا بعضا ارباما من دون الله - (ال عمران : ٦٥)

অর্থাৎ, "(হে মোহাম্মদ !) বলিয়া দাও যে, 'হে আহলে কিতাব ! ঐ কথার দিকে আগাইয়া আস—যাহা তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত—অর্থাৎ আমরা যেন খোদা ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত না করি এবং কাহাকেও তাঁহার শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের মধ্যে কতকজনে কতকজনকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ না করে।" (আলে ইমরান : ৬৫)

মোট কথা, ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতা তো এত সম্প্রসারিত যে, ঐ সকল লোক যাহারা অমুসলিম বলিয়া গর্ববোধ করে, তাহাদিগকেও নেক আকায়েদ ও নেক আমলে পরস্পর মিলন ও অংশ গ্রহণের স্বয়ং দাওয়াত দান করে। আহ্‌লে ইসলামকে এরূপ কাজে উত্তেজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা তো দূরের কথা।

সুতরাং মনঃকষ্ট বা মনে আঘাত দেওয়ার যে কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান কুরআন করীমে পাওয়া যায়, উহা আকিদা ও আমলে পারস্পরিক মিলন ও অংশ গ্রহণে সৃষ্টি হয় না, বরং উহা অন্য বিষয়। সুতরাং কুরআন করীম মুনাফেকদের পক্ষ হইতে ক্রমাগত মনঃকষ্টের উদ্রেকের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলে :—

فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة على
الخير - اولئك لم يومنوا فاحبط الله اعمالهم - وكان
ذلك على الله يسيرا ٥ (احزاب : ٢٠)

অর্থাৎ, "তারপর যখন ভীতির অবস্থা উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহারা তোমাদের উপর তরবারির ন্যায় ধারালো বাক্য বান বর্ষণ করে ; তাহারা হিতসাধন ও কল্যাণের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ ও অনুদার (অর্থাৎ তোমরা তাহাদের নিকট হইতে ভাল কথা শুনিবে না এবং ভাল কাজও দেখিবে না)। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা ঈমান আনয়ন করে নাই। সুতরাং আল্লাহতায়ালা তাহাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ ব্যাপার।" (আল-আহ্‌যাব : ৬৫)

এই আয়াতে করীমায় যেখানে মনঃকষ্টের অর্থ অনুধাবন করা যায়, সেখানে এই বিষয়টিরও সমাধান পাওয়া যায় যে যদি কেহ বাস্তবিকপক্ষে মনঃকষ্টের কারণ ঘটায়, তাহা হইলে ইসলাম উহার কি শাস্তি নির্ধারণ করিয়াছে। ইহা বিবেচনা করার বিষয় যে, এত কঠিন মনঃকষ্ট সাধনের শাস্তি ইহা ছাড়া আর কিছুই সাব্যস্ত করা হয় নাই যে আল্লাহতায়ালা মনঃকষ্ট সাধনকারীদের কর্মপ্রচেষ্টা বিনষ্ট করিয়া দিবেন। অন্য কথায়, সুস্পষ্ট ও সর্ব-স্বীকৃত মনঃকষ্টের যদদুর সম্পর্ক, সে ক্ষেত্রেও শাস্তি বিধানের বিষয়টি আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের হাতেই রাখিয়াছেন। মুসলমান-দিগকে উহার মোকাবিলায় মনঃকষ্ট সাধনে উদ্বুদ্ধ করেন নাই। কোন কোন অন্যান্য আয়াত দৃষ্টে এইটুকু পরিমাণ প্রত্যুত্তর বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতা ও স্বীকৃতি অবশ্য পাওয়া যায়, যেমন বলা হইয়াছে—

جزاء سيئة سيئة مثلها (আল-শুরা ৪১)

—অর্থাৎ "যে পরিমাণ অন্যায় ঘটিয়া থাকে, সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইতে পারে।" কিন্তু এই অধিকার আল্লাহ-তায়ালা শুধু মুসলমানদিগকেই দান করেন নাই বরং কাফির এবং মুশরিকদিগকেও সমানভাবেই দান করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন :—

ولا تسبوا الذين يدعون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم — (الانعام : ١٠٩)

অর্থাৎ, "তোমরা কাহারও বাতিল মা'বুদদিগকে গালমন্দ দিওনা, অন্যথায় তাহারাও শত্রুতার যশবর্তী হইয়া অজ্ঞতা বশতঃ খোদাতায়ালাকে গাল-মন্দ দিতে আরম্ভ করিবে।"

এই নীতিগত শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বেশী বেশী এতটুকু অধিকার স্বীকার করা যাইতে পারে যে, যদি কেহ গালি দেয় এবং কটু কথা বলে তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু ইহার অধিক নয়। কিন্তু যদি কেহ তোমাদের দৃষ্টিতে 'পর' হওয়া সত্বেও তোমাদের উত্তম বিষয়গুলি পছন্দ করে এবং সেগুলির অনুকরণ করে তাহা হইলে এহেন মনঃকষ্ট সাধনের প্রতিশোধ ইহা ব্যতীত অন্য কিছু বিবেচনা করা যায় না যে, তোমরা তাহার উত্তম কথাগুলির অনুকরণ করিয়া নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া লও।

কুরআন করীমের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করিলে এরূপ এক মনঃকষ্ট ও ভাবানুভূতিতে আঘাত দানের সন্ধানও পাওয়া

যায়, যাহা মুসলমানদের পক্ষ হইতে সাধিত হয় এবং অপরে সেই মনঃকষ্ট ও আঘাতের শিকার হয়। কিন্তু এই প্রকারের অপঘাত ও মনঃকষ্টের অস্তিত্ব স্বীকার করা সত্বেও মুসলমানদিগকে শুধু নির্দোষ ও নিরপরাধ বলিয়াই সাব্যস্ত করা হয় নাই বরং এরূপ মনঃকষ্ট সাধনের পুরস্কার দানের ওয়াদাও দেওয়া হইয়াছে। সুরা তওবার আয়াত ১২১ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মুসলমান-দের মুক্তভাবে চলা-ফেরাতেও কাফেরদের মনঃকষ্টের উদ্রেক হইত এবং তাহারা অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিত। কিন্তু ইহা সত্বেও মুসলমানদিগকে চলা-ফেরা হইতে নিবৃত্ত বা নিষেধ করা হয় নাই বরং ইহার জন্য পুরস্কারের ওয়াদা দান করা হইয়াছে।

এই দৃষ্টান্ত হইতে অনুধাবন করা যায় যে, যদি কেহ তাহার মৌলিক অধিকারসমূহ ভোগ করে এবং ইহাতে অন্য কাহারও মনঃকষ্টের কারণ ঘটে, তাহা হইলে এইরূপ "মনঃকষ্ট সাধন"-এর কারণে কাহাকেও মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

কুরআন করীমের পরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া বা জীবনাদর্শ হইল পথনির্দেশক আলোক-বর্তিকা। এই উসওয়া বা আদর্শ আমাদিগকে এই পথ দেখায় যে, কখনও কোন মওকাতেও, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, অমুসলিম কর্তৃক ইসলামী শিক্ষা অনুশীলনের কারণে অসন্তুষ্ট হন নাই। শুধু ইহাই নয় বরং খোলাখুলি শত্রুতামূলক মনঃকষ্ট সাধনের পরও তিনি (সাঃ) যে মহান

ধৈর্য্য, ক্ষমা ও মহানুভবতার আদর্শ ও নমুনা দেখাইয়াছেন তাহা নজীর বিহীন মর্যাদা রাখে। সুতরাং মুনাফেকদের প্রধান আবদুল্লাহ-বিন-উবাই-বিন-সলুলের ন্যায় দুর্মুখ যখন একটি গাজওয়া চলাকালীন আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি চরম অবমাননাকর সমালোচনা ও কটুক্তি করিয়া সকল মুসলমানের তীব্র মনঃকষ্টের কারণ ঘটাইল, তখন আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে তাহার প্রতিশোধ গ্রহন তো দূরের কথা, তাঁহার যে সকল আশিক ও প্রেমিক সেই কটুক্তিতে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদিগকেও শাস্তি বিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কঠোরভাবে বারণ করিয়াছেন। এমন কি আবদুল্লাহ-বিন-উবাই-বিন-সলুলের পুত্রও যখন সেই ঔদ্ধত্তের জন্য তাঁহার পিতাকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তিনি (সাঃ) সে অনুমতিও প্রদান করেন নাই। ক্ষমা, উপেক্ষা, উদারতা ও পরম বদান্যতার পরাকাষ্ঠা এই যে, যখন এহেন পাপিষ্ঠ ও উদ্ধত ব্যক্তি মারা গেল, তখন সাহাবা কেরামের পরামর্শের বিপরীতে, নিজে তাহার নামায্-জানাযা পড়াইয়াছিলেন। এই হইল সুন্নাতে-রসুলের আলোকে মনঃকষ্টের কল্পনা বা রূপ-রেখা এবং উহার প্রতিকার ও প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় শিক্ষা। বিশ্বময় এমন কেহ আছেন কি, যিনি এই শান ও মর্যাদাপূর্ণ আদর্শ এবং এইরূপ ধৈর্য্য ও মহানুভবতার কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন? "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।"

আকায়েদ বা মূলগত ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে, অপরের মর্মে আঘাত লাগার যতদূর সম্পর্ক, সে প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাই ওয়া সাল্লামের উদার চেতনা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার শান ও মর্যাদা ছিল এই যে, নিজের তুলনায় নিম্নতর মর্যাদা-বিশিষ্ট নবীদের অনুসারী ও মান্যকারীদিগকে যে অনুমতি দান করিয়াছিলেন, তাহাদের নবীদিগকে তাঁহা (সাঃ) অপেক্ষা আফজাল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিলে করুক। অতঃপর মুসলমানগণ যখন আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে জোর দিলেন এবং বিধর্মীরা অভিযোগ করিল যে, ইহাতে তাহাদের মনঃকষ্ট হয়, তখন তিনি ফরমাইলেন :

لا تفضلونی علی یونس بن متی

—"আমাকে ইউনুস-বিন-মতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিও না।" তেমনি আরেক মওকাতে বলিলেন : لا تفضلونی علی موسیٰ অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! যদি অন্যদের মনঃকষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাদের সহিত তর্ক বাধিলে এ কথার উপর জোর দিও না যে, আমি ইউনুস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা মুসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ ইউনুস (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর কি প্রশ্ন, তিনি তো সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন।

একদিকে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর উসওয়া বা আদর্শ হইল এই যে, নিম্নতর মর্যাদা-বিশিষ্ট নবীদের অনুসারীদিগকে অনুমতি দান করা হইতেছে যে, তাহারা তাহাদের নবীদিগকে হযরত খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করুক এবং শ্রেষ্ঠ

বলিয়া আখ্যায়িত করুক, তাহাতে বাধা নাই। ধর্মীয় মঃকষ্টের কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গি আজ একেবারে বিপরীত ভাবে ধরা হইতেছে। আহ্‌মদীরা এই আকীদা পোষণ করে যে, সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরম অনুগত গোলাম ও উম্মতী। প্রতিটি কল্যাণ, সৌভাগ্য, মর্যাদা এবং সম্মান একমাত্র সেই গোলামী ও পায়রবীর ফলশ্রুতিতেই তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। এই ঘোষণায় মুসলমানদের কঠিন মনঃকষ্ট হয় এবং এইরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। অন্য কথায়, হিন্দুদের এই ঘোষণা যে, "কৃষ্ণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কেননা তিনি খোদার মাজ-হারই (ঐশীগুণাবলীর প্রকাশক) ছিলেন না বরং মূর্তিমান খোদা ছিলেন" (নায়ুযুবিল্লাহ) এবং খ্রীষ্টানদের এই ঘোষণা যে "যীশু (হযরত ঈসা) হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কেননা তিনি একজন মানব-পয়গম্বরই নহেন বরং প্রকৃতপক্ষে খোদার পুত্র ছিলেন" (নায়ুযু-বিল্লাহ)—এইসব (আকীদার) ঘোষণা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের লেশমাত্রও মনঃকষ্টের কারণ হয় না। কিন্তু সেলসেলা-আহ্‌-মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার নিম্নরূপ ঘোষণা তাহাদিগকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া তুলে :—

"তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক প্রভু, তাঁহা হইতেই সকল নূরের বিকাশ। তাঁহার পুণ্যনাম হইল মোহাম্মদ, প্রেমাস্পদ

আমার তিনিই ॥ সবকিছু আমরা তাঁহার নিকট হইতেই লাভ করিয়াছি। হে খোদা! তুমিই ইহার সাক্ষী। সকল সত্য যিনি দেখাইলেন, সেই পথপ্রদর্শক তিনিই ॥"

(কবিতা গ্রন্থ দুররে সামীন)

তিনি আরও বলেন :—

"আমি সেই খোদাতায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তিনি যেমন ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বীয় বাক্যালাপ ও সম্ভাষণে ভূষিত করিয়া ছিলেন, তারপর ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুসা (আঃ) এবং ঈসা মসীহ ইবনে মরিয়ম-এর সহিত এবং সর্বশেষে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত কালাম করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি আমাকেও তাঁহার বাক্যালাপ ও সম্ভাষণে ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু এই মর্যাদা ও সৌভাগ্য একমাত্র আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবী ও অনুবর্তিতার দ্বারাই হাসিল হইয়াছে।' যদি আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্গত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী না করিতাম, এবং সেই অবস্থায় যদি পৃথিবীর সকল পাহাড়-পর্বতের সমপরিমাণ আমার আমল ও সাধনা হইত, তথাপি আমি নিঃসন্দেহে কখনও ঐশী বাক্যালাপ ও সম্ভাষণের মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতাম না।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

এখন আসুন, আমরা আলোচ্য বিষয়ের এই দিকটি বিবেচনা করিয়া দেখি যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় অবিশ্বাসী কোন অমুসলিম—যেমন খ্রীষ্টান অথবা শিখ—যদি কুরআনী শিক্ষামালার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেগুলি তাহার পছন্দনীয় ও অনুকরণীয় বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোন্ হুকুম ও নির্দেশ বলে তাহাকে সেগুলি মানিয়া চলা বা পালন করা হইতে বাধাদান করা যাইতে পারে? যদি বাধা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে 'আওয়ামের' (আদেশাবলী) ও 'নওয়াহী' (নিষেধাবলী)—উভয় প্রকার আহকাম পালনে বাধা দেওয়া যাইবে, না শুধু এক প্রকার আহকাম পালনে বাধাদান করা যাইবে? যেমন কুরআন করীম বলে, এক খোদার ইবাদত কর, মসজিদসমূহ নির্মাণ কর, সত্য কথা বল, ধৈর্য ধারণ কর, পরমতসহিষ্ণু হও, বিনয়ী হও, মানুষের প্রতি সদয় হও ইত্যাদি। এই সকল হইল আওয়ামের বা আদেশ যেগুলি কুরআন করীমে উল্লেখিত আছে। একজন অমুসলিম এইগুলি মানিয়া চলিলে কি বাধাদান করা যাইবে? যদি উল্লেখিত সবগুলি আদেশের মধ্যে শুধু কতকগুলি আদেশ পালন করিতে বারণ করা যায়, তাহা হইলে কোন্ কুরআনী হুকুম বা নির্দেশের বলে বারণ করা যাইবে?

আর এই ক্ষেত্রে যদি কেহ এই অবস্থান গ্রহণ করে যে, সবগুলি আদেশ পালনে বাধাদান করা হইবে না, কেবল ঐ সকল নেকী বা পূণ্যকর্ম যাহা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিষয়াবলীর সহিত সম্পৃক্ত, শুধু সেগুলি পালন করার অনুমতি

থাকিবে ; কিন্তু খোদাতায়ালার সহিত সম্পৃক্ত পূণ্যকর্মসমূহ পালনে অবশ্য বাধাদান করা হইবে, যেগুলিকে 'হুকুকুল্লাহ্' বা ইবাদত বলা হয়, যেমন আজান, নামায, সিজদা, রুকু, যিকরে ইলাহী, নামায তাহাজ্জুদ, রোজা, ইত্যাদি। এই সবই ইবাদত, যাহা ইসলামী পরিভাষায় বিভিন্ন নামে অভিহিত। অন্য কথায়, একটি মুসলিম দেশে কুরআন করীম বর্ণিত 'হুকুকুল-ইবাদ' অর্থাৎ বান্দাগণ সম্পর্কিত হক্ক বা পূণ্যকর্মসমূহ পালনের অনুমতি থাকিবে কিন্তু খোদাতায়ালার সহিত সম্পর্কযুক্ত হক্ক বা পুণ্যসমুহ পালনের অনুমতি থাকিবে না। যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে কোন অমুসলিমের পক্ষে কি ইহা জিজ্ঞাসা করার অধিকার থাকিবে বা থাকিবে না যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র কোথায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "অমুসলিমের" পক্ষে 'হুকুকুল্লাহ' পালনের অনুমতি নাই বা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইবাদত করার অধিকার নাই? এতদ্ব্যতীত, এই অনধিকার কাজ করার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য কুরআন ও হাদিসে কি শাস্তি রহিয়াছে? কিন্তু এই সকল প্রশ্ন তো তখনই উঠিতে পারে যখন অমুসলিমকে এ সকল প্রশ্ন করার অধিকারও দেওয়া হয়।

যে যুগে পাঞ্জাবে অরাজকতা ছিল এবং মহারাজা রঞ্জীত সিংহের পক্ষে তখনও কোন নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং আইন কানুন প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই, তখনকার যুগে এরূপ ঘটনাবলী ঘটিত, যেমন, কোন মুসলমান আজান দিলে

তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দেওয়া হইত। জামানার কি বিচিত্র লীলাখেলা !! খোদা করুন, ইসলামকে আবার এই দিন যেন দেখিতে না হয় যে আযান দেওয়ার 'অপরাধে' মুসলমানেরাই তথাকথিত "অমুসলিমদিগকে" ছুরিকাঘাতে বধ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। যদি তদ্রূপ হয়, তাহা হইলে শিখদের প্রতিক্রিয়া দেখিবার যোগ্য হইবে ?

ইসলামী পরিভাষার প্রয়োগ ঃ

আসুন, এখন আমরা ইসলামী পরিভাষাসমূহ এবং ইসলামী শায়ায়ের (আচার অনুষ্ঠান ও চিহ্নসমূহ) সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করিয়া দেখি।

সর্বপ্রথম বিবেচনার বিষয় হইল এই যে, সুপরিচিত ইসলামী পরিভাষাসমূহের উপর কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, কাহার বা কাহাদের ইজারাদারী বা মালিকানা সত্ব আছে কি ? কুরআন করীমের কোথায় অমুসলিমদিগকে ঐ সকল পরিভাষা ব্যবহারে বাধাদান করা হইয়াছে এবং তজ্জনিত অপরাধের কি শাস্তি বিধান করা হইয়াছে ? যদি বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে ? যে ব্যক্তি কুরআন করীমকে অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার উপরও কি বাধা আরোপ করা হইয়াছে ? — যদিও সে ব্যক্তি অন্যান্য ফের্কার দৃষ্টিতে পাকা কাফের বরং কাফেরদের চাইতেও নিকৃষ্ট, এমনকি, তাহাকে কাফের বলিলে, অন্যান্য কাফেরদের অবমাননা করা হয় ! তেমনি, পবিত্র কুর-

আন যদি সত্য সত্যই এরূপ কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এ বিষয়ে ফয়সালা করার দায়িত্ব বা অধিকার, কুরআন করীম কাহার উপর ন্যাস্ত করিয়াছে? জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর, অথবা উলেমার উপর? যদি উলেমার উপর ন্যাস্ত করে, তবে কি প্রত্যেক ফের্কার উলেমার উপর, না কতকজনের উপর? তেমনিভাবে এ বিষয়টিও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার যে, যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি ফের্কার সর্বস্বীকৃত উলেমা প্রতিটি অপর ফের্কার সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও খোলাখুলি ফতোয়া দিয়া রাখিয়াছেন যে তাহারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে অবশ্যমান্য ও পালনীয় বলিয়া মানা সত্বেও পাকা কাফের বরং কাফের ও মুশরেকদের চাইতেও নিকৃষ্ট,—তাহা হইলে এহেন অবস্থায় কোন্ ফের্কার আলেমদের ফতোয়া কার্যকরী হইবে এবং কাহাদের হইবে না?

এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে অনিবার্যরূপে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে সনদ পেশ করিতে হইবে।

যদি বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ইহা স্বীকার করিয়া নেওয়া হয় যে, কোনও পার্থক্য না করিয়া উলেমাকে কুরআন করীম সমভাবে এই হক্ক বা অধিকার দান করে, তাহা হইলে ইহাও অনিবার্যরূপে মানিতে হইবে যে, এই অবস্থায় কোন মুসলমান ফের্কার পক্ষেই ইসলামী পরিভাষা সমূহ (ইস্তিলাহাত) ব্যবহার করার অধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব নয় কেননা, অমুসলিমদের

তো এমনিতেই অধিকার নাই, অপর দিকে মুসলমান বলিয়া আখ্যায়িত কোন ফের্কার জন্যও অধিকার থাকিবে না। যেহেতু প্রত্যেক ফের্কার উলামা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া, অপর সকল ফের্কাকে পাকা কাফের বরং কাফেরগণ অথবা মুশরেকগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন।

মোটকথা, "অমুসলিম"কে ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হউক, অথবা মুসলিমকেই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হউক, এই বাস্তব সত্যটি স্ব স্থানে অটল থাকিবে যে, ধর্মীয় পরিভাষা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের অধিকার কেবল সংশ্লিষ্ট ধর্মের কিতাব এবং ওয়াজেবুল ইতায়াত রসুলেরই হইয়া থাকে, আর কাহারও না। সুতরাং ঐ সকল লোক যাহারা কুরআন ও সুন্নাহকে ওয়াজেবুল ইতায়াত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে যখন কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষাগুলি ব্যবহারে বারণ করা হইবে, তখন তাহাদের ব্যবহারার্থে পরিভাষাসমূহ আবিষ্কার করিয়া দিবে কে? আর ঐ সকল রচিত পরিভাষা মানিতে তাহাদিগকে কোন্ এলাহী ফরমান অনুযায়ী বাধ্য করা যাইবে?

আপনারা কোন ব্যক্তিকে মুসলিম অথবা অমুসলিম বলুন, কাফের বলুন অথবা অকাফের বলুন, কুরআন করীমে ঈমান আনয়নে আপনারা কোন ব্যক্তিকেই কোনরূপ বাধাদান করিতে

পারেন না। কেননা স্বয়ং কুরআন করীম এই অধিকার তাহাকে দান করিতেছে :—

فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر (الكهف : ٣٠)

অর্থাৎ, "সুতরাং যাহার ইচ্ছা হয় সে ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা হয় সে কুফর বা অস্বীকার করুক।"

আরও বলিয়াছে : لا اكراه فى الدين

অর্থাৎ, "ধর্মের বিষয়ে কোন জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ নাই।"

فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل عليها - (يونس : ١٠٩)

অর্থাৎ "যে কেহ হেদায়েত গ্রহণ করে সে স্বয়ং নিজের হিতার্থে হেদায়েত গ্রহণ করে এবং যে কেহ বিপথগামী হয় সে স্বয়ং নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিপথগামী হয়।"

সুতরাং, কুরআন করীমের এই খোলাখুলি ঘোষণার পরে, কুরআন ও রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়নে আপনি কিরূপেই বাধাদান করিতে পারেন? বরং যদি কুরআন করীমে এই সকল ইরশাদ নাও থাকিত, তথাপি কোন কিতাব বা রসুলের উপর কাহাকেও ঈমান আনিতে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার কাহারও নাই। যখন ঈমান আনিতে বাধা দেওয়া যায় না, তখন ঈমান অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠানে বাধাদান করা বিস্ময়কর নয় কি?!

ইসলামী শায়ায়ের (আচার-অনুষ্ঠান ও নিদর্শনসমূহ) অপরেও যদি অবলম্বন করে তথাপি কোন মুসলমানের মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে না ঃ

"ইসলামী শায়ায়ের" (আচার-অনুষ্ঠান ও চিহ্নাবলী) বস্তুতঃ এমন নহে, যেগুলি ব্যবহার বা অবলম্বনে, নায়ুযুবিল্লাহ্ ইসলামের জন্য অবমাননার কারণ হয় অথবা কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে। সত্যকথা এই যে, যাহারা কুরআনী শরীয়তে ঈমান রাখে না—সেই অমুসলিমরাও যদি ইসলামের মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষায় প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হইয়া উহার কোন অংশবিশেষ মানিয়া চলার ও পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহা হইলে কে-ই বা তাহাদিগকে সেই কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধাদান করিতে পারে? সুতরাং কোন অমুসলিম যদি ইসলামী শিক্ষাসমূহের সবগুলি অথবা আংশিক অবলম্বন করে, তাহা হইলে ইহা একজন সত্যিকার মুসলমানের জন্য মনঃকষ্টের পরিবর্তে বরং আনন্দের কারণ হওয়া উচিত। সামান্য বিচার-বিবেচনা করিলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, যদি কোন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান-সমূহ অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ গ্রহণ করিলে, ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সর্বপ্রথম এই প্রকারের আঘাত লাগার দাবী ইহুদীরাই পেশ করিত, যাহারা মুসলমান-দের প্রাণের শত্রু ছিল এবং এখনও আছে। ইহা কি যথার্থ সত্য নয় যে, খৎনা করানো, জবেহ করা হালাল গোস্ত খাওয়া, দাড়ি

রাখা, ইহুদী ধর্মের শায়ায়ের ছিল এবং এখনও আছে। তাহাদের এই সকল আচার-আচরণ ও চিহ্নসমূহ মুসলমানেরাও গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবিত দাবীনামাকে ভিত্তি করিয়া, যদি ইস্রাইলে অবস্থিত নিরুপায় ও উৎপীড়িত মুসলমানদিগকে আইনবলে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা নিজেদের সন্তানদের খৎনা করাইতে পারিবে না, হালাল গোস্ত খাইতে পারিবে না ইত্যাদি, তাহা হইলে এইরূপ অত্যাচারমূলক আইনের জন্য মুসলিম জাহান কি উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে না? সুতরাং এই প্রকারের দাবীনামা, চিন্তাধারা অথবা ফয়সালাসমূহের দ্বারা ইসলামের আদৌ কোন খেদমত সাধিত হইতে পারে না বরং ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর ভাব-উচ্ছ্বাসের পথই খুলিবে।

পরিভাষাসমূহ—যেগুলি ব্যবহারে খোলাখুলিভাবে ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগে?

আলোচ্য দাবীনামায় ইহাও বলা হইয়াছে যে নবী, রসুল, সাহাবী, উম্মুল মুমেনীন, আহ্‌লে বয়েত, আলাইহিস সালাম, রাযিয়াল্লাহু আনহু, মসজিদ এবং আজান ইত্যাদি কেবল মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট। এ সম্পর্কে একান্ত বিনয়ের সহিত আরজ এই যে, প্রকৃত কথা ইহা নহে। "নবী-রসুল" শব্দগুলি খ্রীষ্টানরাও সাধারণভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। অথচ তাহারা মুসলমানত নয়ই বরং ইসলামকে তাহারা সত্য ধর্ম বলিয়াও মনে করে না। কিন্তু আহ্‌মদীরা কুরআন ও সুন্নাহ্ ব্যতীত অন্য কোন শরীয়তের উপর ঈমান রাখে না।

"আলাইহিস সালাম"—ইহা একটি দোওয়া। ইহা যে শুধু নবীদের জন্যই নির্দিষ্ট একথা বলা এজন্য সঠিক নয় যে, নামাযের মধ্যে সাধারণ মুসলমানও আত্তাহিইয়াতে বসিয়া 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান নবীয়ু·····আসসালামু আলাইনা···" পাঠ করিয়া থাকে। অন্য কথায়, হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত নিজেকে দোওয়াতে শরীক করিয়া নেয়—"হে রসুল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং আমার ও অন্যান্য এবাদতকারীর উপরও শান্তি বর্ষিত হউক।"

শিয়ারা তাহাদের গয়ের-নবী ইমামগণের জন্য 'আলাইহিস সালাম' পরিভাষাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তেমনিভাবে, ইসলামী গ্রন্থাবলীতে আরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, গয়রনবীদের জন্য 'আলাইহিস সালাম' লিখিত হইয়াছে। যেমন, মৌলানা ইসমাইল শহীদ আলাইহিস সালাম (খোৎবা ইমারত, পৃঃ ১৩) হযরত আবু তালেব আলাইহিস সালাম (চৌদা সিতারে, পৃঃ ৮, মৌলবী নাজমুল হাসান কারারভী-পিশাওয়ার প্রণীত; আনওয়ারে আসফিয়া, পৃঃ ১৮ ও পৃঃ ৩২৪)। এতদ্ব্যতীত, সারওয়ারে আযিযী (ফাতওয়া আযিযীর অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল হাই সাহেব ফিরিঙ্গী মহল্লী লিখিয়াছেন যে, "গয়ের নবীদের ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বাক্যটির প্রয়োগ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সপ্রমাণিত।"

যতদূর আহ্‌মদীদের সম্পর্ক, তাহারা তো অধিকতর সঙ্গত কারণে উক্ত বাক্য ব্যবহার করার হক্ক রাখে। কেননা তাহারা নিজেদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে গয়ের-তশরীয়ী শরীয়তহীন উম্মতি নবী বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহাদের এই হক্ক্ আইনগত সংবিধানে স্বীকৃত। সেজন্য 'আলাইহিস সালাম' পরিভাষাটি ব্যবহার করার আহমদী-দের আইনানুগ হক্ক্ আছে। যখন নবী মানার হক্ক্ আছে এবং যাহারা মানে না তাহাদের ইহাতে মনঃকষ্ট হওয়ার কারণ নাই—সেজন্য যাঁহাকে তাহারা নবী মানে তাঁহার জন্য 'আলাইহিস সালাম' সম্বলিত দোওয়াটি করার হক্ক কেন থাকিবে না? কবুল করা বা না করা খোদাতায়ালার কাজ। কোন দোওয়ার দ্বারা কাহারও মনঃকষ্ট কিরূপে সাধিত হইতে পারে? ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একদিকে নিজেদের বুজুর্গানকে নবী বলিয়া বিবেচনা করিয়াও তাহাদের পক্ষে সেই দোওয়াটি করার অনুমতি থাকিবে না যাহা নবী বরং গয়ের নবীর জন্যও করা যাইতে পারে, আর অন্য দিকে অপরের বুজুর্গানকে গাল-মন্দ দেওয়ার ও অধি-কার থাকিবে এবং ইহাতে কাহারও মনঃকষ্ট হইবে না। সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এবং সংখ্যালঘুত্বের অনুপাতে মনঃকষ্টের মানদণ্ডও হয়ত ভিন্ন হইবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে কুরআন ও সুন্নাহর কোথায় ইহার উল্লেখ আছে?

সাহাবী ঃ

'সাহাবী' অথবা 'আসহাব' শব্দ দুইটি নিঃসন্দেহে সেই সকল সৌভাগ্যশালী বুজুর্গান সম্বন্ধে বলা হয় যাহারা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মানে এই নয় যে, এই শব্দ দুইটি শুধু সেই অর্থ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আমরা দেখিতে পাই, স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলিম উম্মায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সাথীদের জন্য 'আসহাব' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। হাদীস শরীফের সুবিখ্যাত কিতাব 'সহি মুসলিমে'র ৪র্থ খণ্ড, (বৈরুতে মুদ্রিত) পৃঃ ২২৫৪ দ্রষ্টব্য। সেখানে এই শব্দগুলি আসিয়াছে ঃ— عيسى نبى الله و اصحابه অর্থাৎ—আল্লাহর নবী ঈসা এবং তাঁহার 'আসহাব' (সাথীগণ)।

তারপর, কুরআন করীমে এই শব্দটির সাধারণ প্রয়োগের বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয়। যেমন, আসহাবে কাহ্‌ফ, আসহাবুল ফিল, আসহাবুল উখদুদ, আসহাবে মাদইয়ান ইত্যাদি। আবার বহু স্থলে এ শব্দটি আসহাবুল জান্নাহ্‌, আসহাবুল ইয়ামীন, আসহাবুশ্‌ শিমাল, আসহাবুল কুবুর—'ইযাফতের' সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। সাহাবী অথবা আসহাব শব্দদ্বয়ের সার্বিক অর্থ উহাদের 'মুযাফ ইলাইহের' সহিত মিলিত হইয়াই প্রকাশ পায়। হযরত জায়াফার সাদেকের সাথীদিগকে 'সাহাবী' বলিয়া অভিহিত করা

হইয়াছে (চৌদা সিতারে, পৃঃ ২৫৬ দ্রষ্টব্য)। হযরত শাহ ওলি-উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহঃ) তাঁহার সাথীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন : "আলহামা বায়াযা আসহাবানা।" অর্থাৎ "আল্লাহতায়ালা আমার কোন কোন 'আসহাবে'র প্রতি এলহাম করিয়াছেন।" (আল জুররুসসামীনে ফি মুবাশ্বিরাতিন-নাবীয়েল আমীনে, পৃঃ ৪)

আহ্‌মদীগণ যেহেতু হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবের আগমনকে হযরত ঈসার দ্বিতীয় আগমন স্বরূপ স্বীকার করেন, সেজন্য তাঁহার সাথীদিগের জন্য 'সাহাবা' শব্দের প্রয়োগ ইসলামী শিক্ষা এবং আহ্‌মদীয়া আকায়েদ অনুযায়ী তাঁহাদের জন্য আবশ্যকীয় এবং তাহাদিগকে কখনও তাহাদের নিজেদের আকীদার বিরুদ্ধে চলিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

উম্মুল মুমেনীন ঃ

ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে এই পরিভাষাটি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ইহা সত্বেও এই শব্দটি অপরাপর বুজুর্গ মহিলাগণের জন্যও ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ ইসলামী সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। যেমন "ইসতিলাহাতিল-উলুমিল-ইসলামীয়া" নামক (শায়খ মোহাম্মদ আ'লা বিন আলী থানভী প্রণীত, বৈরুতে মুদ্রিত) পুস্তকে এ শব্দটির সাধারণ প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কিত সারগর্ভ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা মওজুদ আছে। তেমনিভাবে পীরানে-পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর মাতার

জন্য "উম্মুল-মুমেনীন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিতাব "গুলদাস্তা কিরামাত" (হযরত শেয়খ মোহাম্মদ সাদেক আল-শীবানী প্রণীত 'তাজকিরা গৌসিয়া'র উর্দু তরজমা) পৃঃ ১৮, দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত, হযরত সৈয়্যদ আহমদ বিন মোবারক কিরমানী প্রণীত গ্রন্থ "সেইয়ারুল আওলিয়া"-তে উল্লেখ আছে যে, "হযরত খাজা ফরিদ উদ্দীন শাকারগঞ্জ (রাহঃ) তাঁহার খলিফা হযরত জামালুদ্দীন হান্সির একজন খাদিমা ও কুনীজ (দাসী)-কে "উম্মুল-মুমেনীন" বলিয়া ডাকিতেন। স্বয়ং পাকিস্তানে "মাদারে মিল্লাত" পরিভাষা ব্যবহৃত আছে, যাহা 'উম্মুল-মুমেনীন'-এরই পার্সী রূপ মাত্র। কিন্তু এই আলোচ্য বিষয়টি এই ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যে আহমদীগণ "উম্মুল-মুমেনীন" শব্দটি যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের পূণ্যবতী স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তখন কোন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও ইহার অর্থ এই বলিয়া মনে করে না যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের অস্বীকার-কারীগণের জন্যও তিনি "উম্মুল-মুমেনীন"। আহ্‌মদীগণ তাঁহাকে কেবল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালা-মের উপর ঈমান আনয়নকারীদের অর্থাৎ আহমদীদের রুহানী মাতা বলিয়া অভিহিত করে। তাঁহাকে যাহারা অস্বীকার করেন তাঁহাদের রুহানী মাতা বলিয়া অভিহিত করে না। সুতরাং এ কথায় কাহারও মনঃকষ্ট বিস্ময়কর নয় কি ?!

মসজিদ ও আজান

মসজিদ ও আযান শব্দদ্বয় কেবল মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং কুরআন করীমে খোদাতায়ালা স্বয়ং খৃষ্টানদের উপাসনালয়গুলিকে মসজিদ নাম দিয়াছেন এবং হযরত রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং একজন অমুসলিম বালকের দ্বারা আযান দেওয়াইয়াছেন। ইহার উল্লেখ হাদীস গ্রন্থ 'আবু দাউদে' 'কিতাবুল আযান' শিরোনাম যুক্ত অধ্যায়ে পাওয়া যায়। হুনাইনের যুদ্ধ হইতে ফিরা কালীন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একজন কাফের (অবিশ্বাসী)-কে আযান শিখাইলেন এবং তাহাকে আযান দেওয়ার জন্য ইরশাদ করিলেন। এবং যখন সে সুললিত উচ্চকণ্ঠে আযান দিল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। সে ব্যক্তির নাম ছিল 'আবু মাহ্‌যুরা'—যিনি পরবর্তীকালে মুসলমান হইয়াছিলেন।

ইহা সর্বস্বীকৃত সত্য যে, পাকিস্তানী খৃষ্টান, হিন্দু অথবা পার্সীগণ ইসলামকে সত্য ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন না, সেজন্যই তাহারা ইসলামী শায়ায়ের (আচার-অনুষ্ঠান) গ্রহণে কোন ঔৎসুক্য বা গর্ব বোধ করেন না। তাহারা মনে করেন যে তাহাদের নাজাত বা পরিত্রাণ খৃষ্ট-ধর্ম অথবা হিন্দু-ধর্ম ইত্যাদিতেই নিহিত আছে। পক্ষান্তরে যেমন ইতিপূর্বেও সবিস্তারে ব্যক্ত করা হইয়াছে, আহমদীগণ হইল ইসলামে বিশ্বাসী এবং তাহারা একমাত্র ইহাতেই কামেল ঈমান রাখে এবং হযরত

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের দাবীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করার বিষয়টিও ইসলামী শিক্ষার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি পূর্ণ বলিয়া মনে করে। তাছাড়া তাহাদের এই আকীদাকে তাহারা নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ বলিয়া মনে করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে তাহাদের নাজাত বা পরিত্রাণ এই আকীদাতেই নিহিত। তাহাদের ইবাদতসমূহ কেবল তাহাই যাহা কুরআন ও সুন্নাহ হইতে সপ্রমাণিত। কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে নিজেদের জন্য ওয়াজেবুল-ইতায়াত (অবশ্য মান্য ও পালনীয়) বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এই কারণে, তাহারা শরীয়তমূলে কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রবর্তিত পরিভাষাসমূহ ব্যতীত তাহাদের আকীদার পরিপন্থী অন্য কোন পরিভাষা ব্যবহার বা অবলম্বন করার কোন এখতিয়ার বা অধিকার রাখে না। সুতরাং ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুরা যেমন কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে, যতক্ষণ পর্যন্ত জবরদস্তি ও বলপূর্বক (নায়ুযুবিল্লাহ্) কুরআন সুন্নাহ্‌কে ও সেইরূপে ঝুট ও মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে আহ্‌মদীদিগকে বাধ্য করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে কুরআন ও সুন্নাহ পালনে বাধাদানের অধিকার কাহারও নাই।

আহ্‌মদীরা আইনের (অর্থাৎ পাকিস্তানের ১৯৭৩ সনের সংবিধানের) বরখেলাপ চলে, সেই জন্য তাহারা দণ্ডনীয়—এইরূপ ধারণা মোটেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইতিপূর্বেও যেমন কিছুটা বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে, আহমদীরা সর্বান্তঃকরণে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে

ওয়াজেবুল-ইতায়াত বলিয়া সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে এবং তাহারা নিজেদের আকীদা ও ঈমান অনুযায়ী কুরআনী শরীয়ত পালন করিয়া চলিতে বাধ্য। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওতে তাহাদের ঈমান অনড় ও অবিচল। সেজন্য তাহাদের ধর্মের নাম আপনারা যাহা ইচ্ছা রাখুন,—উক্ত সংবিধানের আর্টিক্যাল নং ২০ অনুযায়ী আহমদীদের এই অধিকার আছে যে, তাহারা যে ধর্মের (ইসলাম) উপর বিশ্বাস রাখে সেই ধর্ম তাহারা স্বাধীনভাবে মানিয়া ও পালন করিয়া যাইতে পারে। আহ্‌মদীরা নিজদিগকে নিজেদের মুখে 'অমুসলিম' বলিতে পারে না। ইহা শুধু এমতাবস্থায়ই সম্ভব, আহমদীরা নায়ুযুবিল্লাহ্ ইসলামকে একটা মিথ্যা ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করে। দেশের আইন তাহাদিগকে আইনগত সংশোধনী অনুযায়ী অমুসলিমদের সহিত নিজেদের ভোট প্রদানের অনুমতি দান করে। কিন্তু আহ্‌মদীরা ভোট প্রয়োগ করে নাই। একমাত্র খোদাতায়ালার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের আইনানুগ অধিকার হইতে নিজদিগকে স্বেচ্ছায় ও সচ্ছন্দে বঞ্চিত রাখিয়াছে। সুতরাং, ইসলাম ও তৌহীদ এবং ইসলামের রিসালতের প্রতি অস্বীকারের পরিবর্তে আহমদীরা যে তাহাদের নাগরিক অধিকার সমূহ হইতে বঞ্চিত হওয়াকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া লইয়াছে—ইহাকে আইন ভঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা তাহার পক্ষেই শোভা পায় যে আইনের ক-খ-এর সহিতও পরিচয় রাখে না। এতদ্ব্যতীত, কাহাকেও যদি তাহার মৌলিক

ও মানবীয় এবং আইনানুগ অধিকার হইতে শুধু এ জন্য বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য করা হয় যে সে তাহার ঈমান ও আকীদার বিরুদ্ধে স্বীকারুক্তি করে না, তাহা হইলে ইহা হইতেছে তাহার জন্য এক পরম শাস্তি, যাহা তাহাকে সত্য বলার অপরাধে প্রদান করা হইতেছে। এই শাস্তিভোগকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করিয়া তাহার জন্য নবতর শাস্তি বিধানের দাবী উত্থাপন করিয়া মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করা হইতেছে। এ অধ্যায়টিকে উজ্জ্বল বলিব, না ভীষণ অন্ধকারময় বলিব, সে ফয়সালাও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তনে বদলাইয়া যায়। একজন মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে ইহার কি ফল দাঁড়াইবে, তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তম জানেন।

আহ্‌মদীরা কেন নিজেকে অমুসলিম বলিয়া স্বীকার করে না? ইহার কারণ একমাত্র এই যে তাহাদের এরূপ করিবার একেবারেই কোন এখতিয়ার নাই। যদি কোন গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অধিকার থাকে যে, তাহারা কোন গণতান্ত্রিক সংখ্যালঘুর ধর্মের নাম রাখিতে পারে, তাহা হইলে সেই সংখ্যালঘুও নিজেদের নাম তাহাদের আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী রাখিতে পারে, এই অধিকার তাহাদের কেন থাকিবে না? কিন্তু গণতান্ত্রিক চাহিদাসমূহকে উপেক্ষা করিলেও, উল্লিখিত ব্যাপারে আহ্‌মদীদের

কোন এখতিয়ার নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কুরআন করীমকে প্রত্যাখ্যান না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা অনিবার্যরূপে ঐ নামটি পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না, যাহা কুরআন করীম স্বয়ং উহার অনুগামীদিগকে প্রদান করে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশে এরূপ কোন কানুন জারী করা না হয় যে সেই দেশের সংবিধান যে ব্যক্তিকে অমুসলিম বলিয়া নির্ধারণ করে সে ব্যক্তি কুরআন করীমকে কালামে ইলাহী বলিয়া বিশ্বাস করিবার এবং উহাকে অবশ্যমান্য ও পালনীয় আখেরী শরীয়ত বলিয়া নির্ধারণ ও ঘোষণা করিবার অধিকার রাখেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে স্বয়ং তাহার অবশ্যমান্য ও পালনীয় শরীয়তের খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং আহ্‌মদীদিগকে তাহাদের আকীদার বিপরীত অন্য কিছু বলিয়া সাব্যস্ত করার অধিকার যদি সংখ্যগরিষ্ঠদের থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আহ্‌মদীরা নিজেদের আকীদা অনুযায়ী নিজদিগকে সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার অধিকতর অধিকার রাখে। ইহাকে আইন ভঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা বিদ্রুপ বই আর কিছু নয়।

প্রকাশনা : নিযারত ইশায়াত, রাবওয়া

রসুল (সাঃ)-প্রেমে হযরত আহ্‌মদ (আঃ)

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমীন]

খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে
আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি
শক্ত কাফের॥ (ফারসী দুররে সমীন)

সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম, তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য
খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ॥ (ফারসী দুররে সমীন)

"আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এই আরবী নবীকে, যাঁহার পবিত্র নাম মোহাম্মদ (হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁহার উপর)। তিনি যে কি উচ্চ মর্যাদার নবী! তাঁহার সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নহে, এবং তাঁহার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের কাজ নহে।

খোদাতায়ালা যিনি তাঁহার (সাঃ) অন্তরের গোপন রহস্য জানিতেন তিনি তাঁহাকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্যে ও সকল আকাঙ্খায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছেন। সকল ফয়েজ ও কল্যাণের এক মাত্র উৎস তিনিই, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণদান ব্যতিরেকে কোন মর্যাদা ও ফজিলত লাভের দাবী করে, সে মানুষ নহে বরং শয়তানের বংশধর। কেননা প্রত্যেক ফজিলত ও কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁহাকেই প্রদান করা হইয়াছে।" (হাকিকাতুল অহী পৃঃ ১১৪)

THE AHMADIYYA MOVEMENT

The Ahmadiyya Movement was founded in 1889 by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the expected world reformer and the Promised Messiah. The Movement is an embodiment of true and real Islam. It seeks to unite mankind with its Creator and to establish peace throughout the world. The present head of the Movement is Hazrat Mirza Tahir Ahmad. The Ahmadiyya Movement has its headquarters at Rabwah, Pakistan, and is actively engaged in missionary work at the following centres (UK direct dialling codes in brackets). Where postal addresses are given ignore location address in brakets appearing after name of city.

AHMADIYYA MUSLIM MISSIONS

AFRICA :

BENNIN P O. Box 69, Portonova.

GAMBIA P.O. Box 383, Banjul. Tel : 608

GHANA P.O. Box 2327, Accra (OSU New Estates). Tel : 76845

IVORY COAST Ahmadiyya Muslim Mission, 03 BP 416, Adjame-Abidjan 03.

KENYA P.O. Box 40554, Nairobi (Fort Hall Road), Tel : 264226. Telex : c/o 22278

LIBERIA P O. Box 618, Monrovia (9 Lynch Street)

MAURITIUS P O. Box 6 (Rose Hill. Mauritius.

NIGERIA P.O. Box 418, Lagos (45 Idumagbo Avenue). Tel : 633 757

SIERRA LEONE P.O. Box 353, Freetown. Tel : 40699/22617

ASIA :

BANGLADESH 4 Baxi Bazar Road, Dhaka-11

BURMA 191-28th Street, Rangoon.

FIJI P O Box 3758, Samabula (82 Kings Road), Suva, Tel : 38221

INDIA Darul Masih, Qadian. Tel : 36

INDONESIA Jalan Balikpapan 1, No. 10, Djakarta Pusat 1/13, Tel : 36 5342

JAPAN Ahmadiyya Centre, 643-1, Aza Yamanoda, O-Aza Issha, Idaka-cho. Meito-Ku. Nagoya 465. Tel 703-1868

PAKISTAN (Headquarters) Rabwah. Dist. Jhang.

PHILIPPINES Haji M. Ebbah, Simunal, Bongao, Sulu.

SINGAPORE 111 Onan Rd, Singapore 15

SRI LANKA Colombo M.E.M. Hasan, 24 San

SOUTH AFRICA Mr. M.G. Ebrahim, P.O. Box 4195, Cape Town (Darut Tabligh-il-Islami).

TANZANIA P O. Box 376, Dares Salaam (Libya Street) Tel : 21744

UGANDA P.O. Box 98, Kampala, Uganda.

ZAMBIA P.O. Box 32345, Lusaka.

AUSTRALIA :

Dr. Ijaz-ul-Haque, 19 Bram Borough Road, Roseville 2069—N.S.W. Sydney

AMERICA :

CANADA 1306 Wilson Avenue, Downs-View, Ontario M3M 1HB. Tel : 416 249 3420

GUYANA Ahmadiyya Muslim Mission, 198 Oronoguq and Almond Streets P.O Box 736, Georgetown. Tel : 02-6734

SURINAM Ahmadiyya Muslim Mission, Ephraimszegenweg, 26 P.O B. 2106, Paramaribo.

TRINIDAD & TOBAGO Freeport Mission Road, Upper Carapichaima, Trinidad, W 1.

U S.A. 2141. Leroy Place, N.W. Washington 8, D C. 2008. Tel : 202 23 2-3737 Cables : ISLAM

Sebastin Street, Ratnum Road, Colombo 12.

EUROPE :

BELGIUM Maulvi S.M. Khan, 76 Av. due Pantheon Bte 5 1080, Brussels.

DENMARK Eriksminde Alle 2, Hvidovre-Copenhagen. Tel : 753502

GERMANY Die Moschee, Babenhauser, Landstrasse, 25, Frankfurt. Tel : 681485

HOLLAND De Moschee, Oostduirlaan, 79, Den Haag. Tel : (010-3170) 245902 Telex : 33574 Inter NLA30C

NORWAY Ahmadiyya Muslim Mission, Frognerveine 53, Oslo-2. Tel - 447188

SPAIN Mission Ahmadiyya Del Islam, Mezquita Basharat, Pedro Abad, near Cordoba. Tel : 160750 Ext. 142

SWEDEN Nasir Moske Islams Ahmadiyya Forsamling, Tolvskillingsgatan 1. S-414 82 Goteborg, Sverige. Tel : 414044

SWITZERLAND Mahmud Moschee. 323, Forschstrasse 8008, Zurich. Tel : 535570. Telex : 58378 MPTCH Islam 374/XA

UNITED KINGDOM 16 Gressenhall Road, London SW 18 5QL. Tel : 01-874 6298. Telex 28604 Ref : 1292